সমকাল

তারিখ ... 13. AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

মেডিকেলে ভর্তির পাস নম্বর কমানোর চাপ

■ রাজবংশী রায়

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের দাবি, ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর না কমালে এসব কলেজে শিক্ষার্থী সংকট দেখা দিতে পারে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০-এর কম হলে কোনো শিক্ষার্থীকে মেডিকেলে পড়ার সুযোগ দিতে চায় না সরকার। নির্ধারিত মানদণ্ডের নিচে ভর্তির সুযোগ দিলে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ), চিকিৎসকদের সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি সভা আজ

মেডিকেল শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্টদের এমন অবস্থানের পরও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের দাবির মুখে আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। এ সভায় পাস নম্বরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

পাস নম্বর কমানো সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিএমএর সাবেক সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব সমকালকে বলেন, শিক্ষার্থীরা দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য কাজ করবে। ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদণ্ডের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এতে করে ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য খাত ভেঙে পড়তে পারে। তিনি বলেন, বেসরকারি মেডিকেলে উচ্চ ফি আদায়ের কারণে আসনের তুলনায় তিন থেকে চারগুণ শিক্ষার্থী

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

মেডিকেলে ভর্তির পাস

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বেশি পাস করলেও ভর্তি হতে পারছে না। তাই পাস নম্বর কমানোর আবেদন না করে, ফি আদায় পাঁচ লাখ টাকা কমালে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। আসন শূন্য পড়ে থাকবে না।

জানা গেছে, এমবিবিএস কোর্সে পাস নম্বর ১২০ ও বিডিএস কোর্সে ১১০ নম্বর করার অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের এ দাবি আমলে নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশ নম্বর কমানোর পক্ষে নমনীয় অবস্থানে রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পাস নম্বর কমানোর বিষয়ে সুপারিশও করেছেন বলে জানা গেছে।

আবেদনের সত্যতা স্বীকার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মো. নুরুল হক বলেন, সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পাস নম্বর নির্ধারণ করবেন।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের সংগঠন বিপিএমসিএ সভাপতি ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলের পাশাপাশি ভর্তিচ্ছুদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ নির্ধারণ করায় প্রায় অর্ধেক আসন শূন্য ছিল। চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এ অবস্থায় পাস নম্বর না কমালে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতে হলে পাস নম্বর কমানোর বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি।

বিএমডিসির সভাপতি অধ্যাপক ডা. আবু শফি আহমেদ আমিন সমকালকে বলেন, বিপিএমসিএ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাস নম্বর কমানোর দাবি করছে। কিন্তু বিএমডিসির উদ্দেশ্য শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে চিকিৎসক তৈরি করা। তাই লক্ষ্য এক হতে পারে না। নির্ধারিত মানদণ্ডের বাইরে মেডিকেল কলেজে পাঠদান হোক, বিএমডিসি তা চায় না।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান সমকালকে বলেন, চিকিৎসা পেশার সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। মানসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরির জন্য মেধার কোনো বিকল্প নেই। তাই নির্ধারিত মানদণ্ডের ব্যাপারে কোনো আপস করা চলবে না। মান বজায় রেখে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে না পারলে শুধু হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার কাজ চালাতে বিপিএমসিএকে পরামর্শ দেন তিনি।

বিএমএ মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান সমকালকে বলেন, পাস নম্বর না কমালে আসন শূন্য থাকবে এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে– এই যুক্তির সঙ্গে বিএমএ একমত নয়। শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও আসনসংখ্যা বাড়ানোর আবেদন কেন করা হচ্ছে? তাদের দাবি অনুযায়ী মেডিকেল শিক্ষা চলবে না। নির্ধারিত মানদণ্ডের বাইরে কোনো সিদ্ধান্তকে বিএমএ সমর্থন দেবে না। ডা. আর্সলান বিএমডিসিরও সহ-সভাপতি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের বিষয়টিকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে বিপিএমসিএ ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর কমানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এক সভায় প্রাথমিকভাবে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পাস নম্বরের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বর মিলিয়ে এসএসসির শতকরা ৪০ ও এইচএসসির শতকরা ৬০ ধরে মোট ১০০ নম্বর এবং ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরসহ মোট ২০০ নম্বরের ওপর চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হয়। গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ৬৬ হাজার ৯৮৭ জন অংশ নেন। তাদের মধ্যে ২২ হাজার ৫৫৯ শিক্ষার্থী নির্ধারিত পাস নম্বর ৪০ পেয়ে পাস করেন। আসন সংখ্যার তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি শিক্ষার্থী পাস করলেও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রায় অর্ধেক আসন শূন্য ছিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ হাজার কমে গেছে। এ বিষয়টি সামনে এনে আজ সভায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকরা যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন।

বিপিএমসিএর ট্রেজারার ইকরাম হোসেন সমকালকে বলেন, ৬৬টি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সাড়ে ছয় হাজার আসনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আসন খালি পড়ে ছিল। মাত্র ১০টি মেডিকেলে ভর্তির সব আসন পূরণ হয়েছে। অন্য সব মেডিকেলে ১০ থেকে ২৫ কোটা পূরণ হয়েছিল। তাই এবার পাস নম্বর না কমালে অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।